পৃথিবীর পথে

তসলিমা নাসরিন

আমেরিকায় বঙ্গ সম্মেলন উৎসব হল। পনেরো হাজার বাঙালি দখল করে নিয়েছিল মিউটাউন ম্যানহাটন। শাড়ি পরে পশ্চিমের রাস্তায় হেঁটে আর কোনওকালেই এত স্বস্তি পাইনি। যেদিকে তাকাই শাড়ি, যেদিকে তাকাই পাজামা পাঞ্জাবি। ধুতি। মনে হচ্ছিল বুঝি কলকাতায় আমি। বাংলাদেশের একটি ছেলে একদিন আলাপ করতে এল। দুএক কথা হওয়ার পর আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, *এখন বুঝি কলকাতাতেই থাকেন!* সেই ছেলে বারবারই বললো, *না, আমি কলকাতায় থাকি না।* আমি বললাম, *তাহলে এখানে কি বেড়াতে এসেছেন?* ছেলে বললো, *আমি তো এখানেই থাকি।* আমি বললাম, *তাহলে যে বললেন কলকাতায় থাকেন না?* কিছুক্ষণ আমার দিকে বিস্মিত চোখে তাকিয়ে ছেলে চলে গেলে। পরে, অনেকক্ষণ পর আমার বোধ হল, আমি তো কলকাতায় নেই, আমি নিউইয়র্কে।

বাংলাদেশের মানুষ, সত্যি বলছি,খুবই কম ছিল উৎসবে। এই প্রথম আমার বঙ্গ সম্মেলনে যোগদান, আমি জানি না কী কারণ এর। তবে ভালো লেগেছে ভারত, যুক্তরাষ্ট্র আর কানাডার পতাকার পাশে বাংলাদেশের পতাকাকেও সম্মান দেওয়া হয়েছে বলে। বাংলাদেশই পৃথিবীর একটি মাত্র দেশ, যে দেশের সংবিধান লেখা হয়েছে বাংলায়, যে দেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা বাংলা, যে দেশের জাতীয় সঙ্গীত বাংলা। পশ্চিমবঙ্গে বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির মান উন্নত এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু ইংরেজি এবং হিন্দির আগ্রাসনে পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে বাংলা ভাষা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, দেখে বিশ্বাস দৃঢ়তর হয় যে, বাংলা ভাষাটি যদি কোথাও টিকে থাকে, বাংলাদেশেই থাকবে।

এই বঙ্গ সম্মেলনে দুই বাংলায় নিষিদ্ধ হওয়া বই *দ্বিখণ্ডিত* র উদ্বোধন হল। বই নিষিদ্ধকরণের বিরুদ্ধে এটি একটি প্রতিবাদ। এ তো গেল ভালো দিক। মন্দ একটি দিক দেখেছি বঙ্গ সম্মেলনে, সে হল বাক স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা। ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনের দশ হাজার বাঙালি দর্শকের সামনে স্বরচিত কবিতা পড়ার সময়

আমেরিকা নামের কবিতাটি যখন পড়ছি, দর্শক *বুউউউ* ধ্বনি দিয়ে আমাকে থামিয়ে দিল। পুরো কবিতাটি পড়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। কবিতাটিকে উদ্যোক্তারা বলেছেন, আমেরিকাবিরোধী কবিতা। আমি বলছি, এটি আমেরিকাবিরোধী কবিতা নয়, এটি যুদ্ধবিরোধী কবিতা, এটি শান্তির পক্ষের কবিতা। এটি মানবতার কবিতা।

আমেরিকা কবিতাটি আমি পাঠকের জন্য এখানে নিবেদন করছি।

কবে তোমার লজ্জা হবে আমেরিকা?
কবে তোমার চেতন হবে আমেরিকা?
কবে তোমার সন্ত্রাস বন্ধ করবে তুমি আমেরিকা?
কবে তুমি পৃথিবীর মানুষকে বাঁচতে দেবে আমেরিকা?
কবে তুমি মানুষকে মানুষ বলে মনে করবে আমেরিকা?
কবে এই পৃথিবীটাকে টিকে থাকতে দেবে আমেরিকা?
শক্তিমান আমেরিকা, তোমার বোমায় আজ নিহত মানুষ,
তোমার বোমায় আজ ধ্বংস নগরী,
তোমার বোমায় আজ চূর্ণ সভ্যতা,
তোমার বোমায় আজ নষ্ট সম্ভাবনা,
তোমার বোমায় আজ বিলুপ্ত স্বপ্ন।

কবে তোমার হত্যাযজ্ঞের দিকে তাকাবে, কুৎসিত মনের দিকে,
কলঙ্কের দিকে তাকাবে আমেরিকা,
কবে তুমি অনুতপ্ত হবে আমেরিকা?
কবে তুমি সত্য বলবে আমেরিকা?
কবে তুমি মানুষ হবে আমেরিকা?
কবে তুমি কাঁদবে আমেরিকা?
কবে তুমি ক্ষমা চাইবে আমেরিকা?

আমরা তোমার দিকে ঘৃণা ছুড়ে দিচ্ছি আমেরিকা,
আমরা ঘৃণা ছুড়তে থাকবো ততদিন, যতদিন না তোমার মারণাস্ত্র ধ্বংস করে তুমি হাঁটু গেড়ে বসো, ঘৃণা ছুড়তেই থাকব যতদিন না তুমি প্রায়শ্চিত্য করো, আমরা ঘৃণা ছুড়ব,
আমাদের সন্তান ছুড়বে, সন্তানের সন্তান ছুড়ব, এই ঘৃণা থেকে তুমি পরিত্রাণ পাবে না আমেরিকা।

তোমার কত আদিবাসীকে তুমি খুন করেছো,
কত খুন করেছো এল সালভাদরে,
খুন করেছো নিকারাগুয়ায়,
করেছো চিলিতে, কিউবায়,
করেছো পানামায়, ইন্দোনেশিয়ায়, কোরিয়ায়,
খুন করেছো ফিলিপিনে,
করেছো ইরানে, ইরাকে, লিবিয়ায়, মিশরে, প্যালেস্তাইনে,
ভিয়েতনামে,
সুদানে, আফগানিস্তানে,
--- মৃত্যুগুলো হিসেব করো,
আমেরিকা তুমি হিসেব করো, নিজেকে ঘৃণা করো তুমি আমেরিকা।
নিজেকে তুমি, এখনও সময় আছে, ঘৃণা করো।
এখনও তুমি তোমার মুখখানা লুকোও দুহাতে,
এখনও তুমি পালাও কোনও ঝাড় জঙ্গলে,
তুমি গ্লানিতে কুঁকড়ে থাকো,
কুঁচকে থাকো, তুমি আত্মহত্যা করো।

থামো,
একটু দাঁড়াও।

আমেরিকা তুমি তো গণতন্ত্র, তুমি তো স্বাধীনতা!

তুমি তো জেফারসনের আমেরিকা,

লিংকনের আমেরিকা,

তুমি মার্টিন লুথার কিংএর আমেরিকা,

তুমি রুখে ওঠো,

রুখে ওঠো একবার, শেষবার, মানবতার জন্য।